

# স্টম ব্যবস্থাপনায় 'প্রিয় পূজো'

স্বপ্ন পেইন্ট সংস্থা বার্জার পেইন্টস কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গাগুলির ইউনিট রয়েছে বরাবরই রাজ্য, জনগণের কাছে। বার্জার পেইন্টস এর অত্যন্ত জনপ্রিয় মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার উত্সবটির সাথে যুক্ত হয়েছে এবং তাই এটি বাংলার জনগণের কাছে কীভাবে প্রচার করা হবে। এই বছর তথাকথিত নতুন সাধারণ দুর্গা পূজার ভিন্নভাবে; তারা বাংলার কয়েকটি নির্বাচিত সুন্দর ভিডিও বানিয়েছে যেখানে প্রতিটি ব্রাতী পূজার পরমরত চ্যাটার্জী বর্ণিত সবচেয়ে অনন্য কাব্যিক বার্তা ধারণ করে। এই ভিডিওগুলি চিত্রনাট্য করেছেন তারা জাতীয় এবং সংগীত সাজিয়েছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। লোকে যখন ইউটিউব ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারে এবং উত্সবের সমস্ত উত্তেজনা কার্যত দেখতে পারে উদযাপন এবং দুর্গা পূজা প্রচার বার্জার পেইন্টস কখনই শহরের সুরক্ষা এবং স্যানিটাইজেশনকে উপেক্ষা করে নি। বার্জার পেইন্টস সমগ্র বাংলায় অনন্য স্যানিটাইজেশন স্টেশন স্থাপন করেছিল যা পূজো কমিটির সদস্য এবং তাদের পরিবার মন্ডপ অঞ্চলে অনুমোদিত এই স্যানিটাইজেশন স্টেশনগুলি মানহীন অটোমেটেড যা মানুষের হাতের স্যানিটাইজেশনকে মন্ডপ অঞ্চলের ভ্রাতৃত্বের লোকদের সুরক্ষিত করার প্রয়োজন রয়েছে আমাদের মজার অদম্য নায়ক, অভিবাসী শ্রমিক এবং চিত্রশিল্পী সম্প্রদায়ের সম্মানে বার্জার পেইন্টস রঙের সাথে জড়িত এই শ্রমিকদের একটি অংশ হিসেবে নিয়েছে। বার্জার পেইন্টস বিভিন্ন পূজো কমিটির সদস্যদের সাথে সহযোগিতা করেছিল এবং তাদের ভালবাসা ও আশীর্বাদে পূর্ণ কিছু প্যাকেট তুলে দিয়েছিল যা এই অভূতপূর্ব সময়ে তাদের পরিবারগুলিতে কিছু অর্থ ও আনন্দ যোগ করে। এই উপলক্ষে বার্জার পেইন্টসের এমডি বি.সি.ই.ও. জনাব অভিজিৎ রায় প্রকাশ করেছিলেন, "এই বছরটি আলাদা এবং তাই উদযাপনও আলাদা হবে। আমরা সকলেই বিশ্বকে

ডিজিটালভাবে গ্রহণ ও গ্রহণ করেছি। বার্জার পেইন্টস সর্বদা একজন ব্যক্তির সুখের সাথে আপস না করে ব্যক্তির মঙ্গলকে বিবেচনা করে বার্জার প্রিয় পূজোকে নিরাপদে এখনও সবার জন্য আনন্দিত করার নতুন চিন্তায়; তারা একটি নতুন পূজো সংগীত তৈরি করেছেন যাতে শান এবং সোমলতা এটি সত্যিই প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বার্জার পেইন্টস সত্যিই অনুভব করেছিল যে এই বছর পূজোর সারমর্ম আলাদা হবে এবং তাই তারা সচেতনভাবে এমন উপাদানগুলি সেলালেন যা বাংলার প্রতিটি নাগরিকের জন্য আবেদন করবে উদযাপন এবং দুর্গা পূজা প্রচার ব্যতীত বার্জার পেইন্টস কখনই শহরের সুরক্ষা এবং স্যানিটাইজেশনকে অগ্রাহ্য করে নি।

বার্জার পেইন্টস সমগ্র বাংলায় অনন্য স্যানিটাইজেশন স্টেশন স্থাপন করেছিল যা পূজো কমিটির সদস্য এবং তাদের পরিবার যারা মন্ডপ অঞ্চলে অনুমোদিত এই স্যানিটাইজেশন স্টেশনগুলি মানহীন ও অটোমেটেড যা মানুষের হাতের স্যানিটাইজেশনকে মন্ডপ অঞ্চলের অভ্যন্তরের লোকদের সুরক্ষিত করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সমাজের অদম্য নায়ক, অভিবাসী শ্রমিক এবং চিত্রশিল্পী সম্প্রদায়ের সম্মানে বার্জার পেইন্টস রঙের সাথে জড়িত এই শ্রমিকদের একটি অংশ বেছে নিয়েছে। বার্জার পেইন্টস বিভিন্ন পূজো কমিটির সদস্যদের সাথে সহযোগিতা করেছিল এবং তাদের ভালবাসা ও আশীর্বাদে পূর্ণ কিছু প্যাকেট তুলে দিয়েছিল যা এই অভূতপূর্ব সময়ে তাদের পরিবারগুলিতে কিছু অর্থ ও আনন্দ যোগ করে। এই বছরটি কোনও প্রতিযোগিতা বা রায় নিয়ে নয়; বার্জার পেইন্টস নিজেকে দায়বদ্ধ বলে মনে করেছিল এবং তাই প্রতিবছর এটি থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের মধ্যে উৎসবের চেতনা বাড়ানোর বিষয়টি এটি আরও বেশি কাজ। বার্জার এতিমথানায় বসবাস করা ছোট বাচ্চাদেরও দেখেছিলেন এবং তারা তাদের সাথে কিছু আনন্দময় মুহূর্ত কাটিয়েছিলেন। এটি নিয়ে আসা সুখ এবং আনন্দ পাখি সুখকে ছাড়িয়ে যাবে। তাদের আনন্দ নতুন পোশাক বা মিষ্টি গ্রহণের ক্ষেত্রে নয়, মজার সময় যা তারা এত দিন সীমাবদ্ধ থাকার পরে পেয়েছিল।

## কোভিডের বর্জ্য ধাপার বাস্তবতন্ত্র প্রভাব ফেলবে

হাসপাতালগুলিতে এজেন্সি মারফত আলাদা করে এখন কোভিড বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তারা কোভিড বর্জ্য আলাদা করছে না। পুরসভার ভ্যাটে ফেলে দিচ্ছে তারা অথচ পুরসভার পক্ষ জানানো হয়েছিল, এজেন্সি হোম আইসোলেশনে থাকা বাড়িগুলো থেকে কোভিড বর্জ্য সংগ্রহ করবে। পরিবর্তে তারা সার্ভিস চার্জ নেবে বাড়ি মালিকের কাছে। পরিবেশবিদ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলেন, হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তারা করোনা বর্জ্য আলাদা করে এজেন্সিকে দিচ্ছে না তারা গৃহস্থালির আবর্জনার সঙ্গে পুরসভার ভ্যাটে কোভিড আবর্জনা ফেলছে। পুরসভার গাড়ি এগুলো ধাপাতে নিয়ে গিয়ে ফেলছে। এইসব বর্জ্য থেকে সেখানে ভাইরাস জীবাণু ছড়ানো সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ধাপায় কোভিড দেহ সংকার হচ্ছে। অমেক মৃতের পরিবার অস্থি নিচ্ছে না। সেগুলো ধাপাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

হাসপাতালগুলোতে এজেন্সি মারফত আলাদা করে এখন কোভিড বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তারা কোভিড বর্জ্য আলাদা করছে না। পুরসভার ভ্যাটে ফেলে দিচ্ছে তারা অথচ পুরসভার পক্ষ জানানো হয়েছিল, এজেন্সি হোম আইসোলেশনে থাকা বাড়িগুলো থেকে কোভিড বর্জ্য সংগ্রহ করবে। পরিবর্তে তারা সার্ভিস চার্জ নেবে বাড়ি মালিকের কাছে। পরিবেশবিদ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলেন, হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তারা করোনা বর্জ্য আলাদা করে এজেন্সিকে দিচ্ছে না তারা গৃহস্থালির আবর্জনার সঙ্গে পুরসভার ভ্যাটে কোভিড আবর্জনা ফেলছে। পুরসভার গাড়ি এগুলো ধাপাতে নিয়ে গিয়ে ফেলছে। এইসব বর্জ্য থেকে সেখানে ভাইরাস জীবাণু ছড়ানো সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ধাপায় কোভিড দেহ সংকার হচ্ছে। অমেক মৃতের পরিবার অস্থি নিচ্ছে না। সেগুলো ধাপাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

হাসপাতালগুলোতে এজেন্সি মারফত আলাদা করে এখন কোভিড বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তারা কোভিড বর্জ্য আলাদা করছে না। পুরসভার ভ্যাটে ফেলে দিচ্ছে তারা অথচ পুরসভার পক্ষ জানানো হয়েছিল, এজেন্সি হোম আইসোলেশনে থাকা বাড়িগুলো থেকে কোভিড বর্জ্য সংগ্রহ করবে। পরিবর্তে তারা সার্ভিস চার্জ নেবে বাড়ি মালিকের কাছে। পরিবেশবিদ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলেন, হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তারা করোনা বর্জ্য আলাদা করে এজেন্সিকে দিচ্ছে না তারা গৃহস্থালির আবর্জনার সঙ্গে পুরসভার ভ্যাটে কোভিড আবর্জনা ফেলছে। পুরসভার গাড়ি এগুলো ধাপাতে নিয়ে গিয়ে ফেলছে। এইসব বর্জ্য থেকে সেখানে ভাইরাস জীবাণু ছড়ানো সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ধাপায় কোভিড দেহ সংকার হচ্ছে। অমেক মৃতের পরিবার অস্থি নিচ্ছে না। সেগুলো ধাপাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

হাসপাতালগুলোতে এজেন্সি মারফত আলাদা করে এখন কোভিড বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তারা কোভিড বর্জ্য আলাদা করছে না। পুরসভার ভ্যাটে ফেলে দিচ্ছে তারা অথচ পুরসভার পক্ষ জানানো হয়েছিল, এজেন্সি হোম আইসোলেশনে থাকা বাড়িগুলো থেকে কোভিড বর্জ্য সংগ্রহ করবে। পরিবর্তে তারা সার্ভিস চার্জ নেবে বাড়ি মালিকের কাছে। পরিবেশবিদ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলেন, হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তারা করোনা বর্জ্য আলাদা করে এজেন্সিকে দিচ্ছে না তারা গৃহস্থালির আবর্জনার সঙ্গে পুরসভার ভ্যাটে কোভিড আবর্জনা ফেলছে। পুরসভার গাড়ি এগুলো ধাপাতে নিয়ে গিয়ে ফেলছে। এইসব বর্জ্য থেকে সেখানে ভাইরাস জীবাণু ছড়ানো সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ধাপায় কোভিড দেহ সংকার হচ্ছে। অমেক মৃতের পরিবার অস্থি নিচ্ছে না। সেগুলো ধাপাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

MK

**কনসিকিউটিভ ইনভেস্টমেন্টস**  
**অ্যাড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড**  
 CIN: L67120WB1982PLC035452  
 রেজি. অফিস : ২৫, গণেশ চন্দ্র এডিনিস্ট্রি, ১তম তল, কলকাতা-৭০০০১৩  
 Email: tricon014@gmail.com  
 Ph No. 033 22114457 Fax: 22114457

**বিজ্ঞপ্তি**  
 এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, ক্ষেত্রীয় রেগুলেশন ২৯ এর সঙ্গে পঠনীয় রেগুলেশন ৪৭ অফ সেরি (ক্ষেত্রীয় দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) ২০১৫ অনুসারে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের এবং অর্ধবর্ষের একক ও একত্রিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর সভা সোমবার ২ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে বেলা ১২টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।  
 উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.consecutiveinvestment.com-এ।  
 বোর্ডের আদেশানুসারে  
 স্বাক্ষর: কলকাতা  
 তারিখ: ২১.১০.২০২০  
 নবীন কুমার সামন্ত  
 কোম্পানি সেক্রেটারি

**ট্রাইডেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড**  
 CIN: L52110WB1985PLC196555  
 রেজিস্টার্ড অফিস : ২৩, গণেশ চন্দ্র এডিনিস্ট্রি, ১তম তল, কলকাতা-৭০০০১৩  
 Email: tridentia@tridentia.com  
 Ph. No.-033 22114457 Fax: 22114457

**বিজ্ঞপ্তি**  
 এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, ক্ষেত্রীয় রেগুলেশন ২৯ এর সঙ্গে পঠনীয় রেগুলেশন ৪৭ অফ সেরি (ক্ষেত্রীয় দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) ২০১৫ অনুসারে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের এবং অর্ধবর্ষের একক ও একত্রিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর সভা সোমবার ২ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিটে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।  
 উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.tridentia.com-এ।  
 বোর্ডের আদেশানুসারে  
 স্বাক্ষর: কলকাতা  
 তারিখ: ২১.১০.২০২০  
 কোম্পানি সেক্রেটারি

**বালি জট কোম্পানি লিমিটেড**  
 বোর্ড: অফিস এ. হাওড়া সড়ক  
 পো. বালি, বেলুর হাওড়া-৭১১০০১  
 CIN: L51909WB1982PLC035245  
 Phone: +91-33-2671 2086/2036/5049/5051  
 E-mail: sanjay.agarwal@kankaragroup.com

**বিজ্ঞপ্তি**  
 ক্ষেত্রীয় তালিকাভুক্ত চুক্তির রেগুলেশন ২৯ এর সঙ্গে পঠনীয় রেগুলেশন ৪৭ অফ সেরি (ক্ষেত্রীয় দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) ২০১৫ অনুসারে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের এবং অর্ধবর্ষের একক ও একত্রিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর সভা সোমবার ২ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিটে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।  
 বালি জট কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে  
 তারিখ: ১৯.১০.২০২০ এস. কে. আগরওয়াল  
 স্বাক্ষর: হাওড়া কোম্পানি সেক্রেটারি